দৈনিক খবর

তারিখ ... 25 JUN 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

প্রসঙ্গ ঃ নারী শিক্ষা

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত এক জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্যপত্রে বলা হয়েছে যে, দেশে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। গত সাত বছরে ছাত্র সংখ্যা যেখানে বেড়েছে সাত লক্ষ, সেখানে ছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে ২০ লক্ষেরও বেশী।

ওপরের এ তথ্য থেকে বোঝা যায়, দেশে নারী শিক্ষার হার বাড়ছে। আমাদের দেশে এমনিতেই শিক্ষার হার কম। তদুপরি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সামান্য অংশই নারী। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত আদম শুমারির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯৫১ সালে যেখানে পুরুষ শিক্ষিতের হার ছিলো ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশ, সেখানে নারী শিক্ষিতের হার ছিলো ১১ দশমিক ৩ শতাংশ। ১৯৬১ ও ১৯৭৪ সালে পুরুষ শিক্ষিতের হার ছিলো যথাক্রমে ২৯ দশমিক ৩ শতাংশ ও ২৯ দশমিক ৯ শতাংশ। পক্ষান্তরে ১৯৬১ ও ১৯৭৪ সালে নারী শিক্ষিতের হার ছিলো যথাক্রমে ১০ দশমিক ৭ শতাংশ ও ১৭ দশমিক ৭ শতাংশ।

এবার শহর ও গ্রামভিত্তিক শিক্ষিতের হারের কথা উল্লেখ করা যাক। ১৯৭৪ সালে শহরে পুরুষ শিক্ষিতের হার ছিলো ৪৫ দশমিক ৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে উক্ত বছর নারী শিক্ষিতের হার ছিলো ২৭ দশমিক ৯ শতাংশ। একই বছর গ্রামে পুরুষ শিক্ষিতের হার ছিলো ২৫ দশমিক ৭ শতাংশ আর নারী শিক্ষিতের হার ছিলো ১০ দশমিক ৯ শতাংশ।

উপরোক্ত তথ্যাবলী থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের দেশের নারীরা পুরুষদের তুলনায় বরাবর পিছিয়ে ছিলো। কিন্তু হালে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে আহামরি কোন উন্নতি হয়েছে এমন নয়। শিক্ষার হার ও মান কোনটাই তেমন বৃদ্ধি পায়নি। তবু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গত এক-দেড় যুগ সময়কালে দেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং স্কুলে পড়ার বয়সী ছেলে-মেয়েরা ক্রমবর্ধমান হারে ভর্তি হচ্ছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে জানা যায়, ৫ থেকে ৯ বছর বয়সী ১ কোটি ৪৮ হাজার ছেলে-মেয়ের মধ্যে ৭৫ শতাংশ স্কুলে যাচ্ছে। ১৯৮৭ সালের হিসেব অনুসারে ছেলেদের মধ্যে ৭৪ শতাংশ এবং মেয়েদের মধ্যে ৭৬ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। অবশ্য এদের ৪০ শতাংশের বেশী ৫ম শ্রেণীর ওপরে যেতে পারছে না।

দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার পক্ষে আমরা সবসময়ই জোর দিয়ে এসেছি। আমরা প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্যেও বহুবার আবেদন জানিয়েছি। কেননা শিক্ষা ক্ষেত্রে এখনও আমরা বহুদূর পিছিয়ে রয়েছি। বর্তমানে দেশে শিক্ষার হার ২৪ শতাংশের সামান্য বেশী। যে দেশে শিক্ষার হার এতো কম সে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনাও নিঃসন্দেহে কম। আমরা জানি, বুদ্ধিমান জাতি মাত্রেই শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতাই যে আমাদের সকল ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার মূল কারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের অনগ্রসরতা জাতীয় উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে নারী শিক্ষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এ জন্যেই হয়তো একজন মনীষী বলেছিলেন, 'গিভ মি এ গুড মাদার এ্যাণ্ড আই উইল গিভ ইউ এ গুড নেশন।' বস্তুতঃ নারী শিক্ষা যত বিস্তার লাভ করবে সমাজ ও রাষ্ট্র ততই বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। আমাদের মত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। নারী সমাজের অধিকার, মর্যাদা এবং নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থেও নারী শিক্ষার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

আশার কথা, আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষার প্রতি ক্রমশঃ আগ্রহী হয়ে উঠছে। পরিকল্পনা কমিশনের জনসংখ্যা বিষয়ক উপরোক্ত তথ্যই এর প্রমাণ। গত ৭ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে— এটা জাতির জন্যে একটা শুভ লক্ষণ। আমাদের বিশ্বাস, 'সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী হাতে নিলে স্কুলে পড়ার বয়সী ছেলে-মেয়েরা এবং তাদের অভিভাবকরা উদ্বুদ্ধ হবে। তবে এজন্যে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করার পাশাপাশি বাধ্যতামূলকও করতে হবে।